সংবাদ

তারিখ ... 23 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৫ ...

ভুয়া সনদে বেতন-ভাতা তুলছেন মাদ্রাসা শিক্ষক

প্রতিনিধি, নাইক্ষ্যংছড়ি

নাইক্ষ্যংছড়ি মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসায় কারী পদে মোহাম্মদ উজ্জত আলী কর্তৃক জাল সনদ ব্যবহার করে এমপিওভুক্তির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে এ অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শিক্ষকের এমপিও এর বেতন-ভাতার অপচয় রোধকল্পের পাশাপাশি আরো সরকারি অর্থ আত্মসাতের আশঙ্কায় সম্প্রতি ম্যানেজিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারীকৃত জনবল কাঠামো '২০১০ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত)'এ ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদের বর্ণনা মোতাবেক বেতন-ভাতা সম্পূর্ণ স্থগিত রেখেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। অনুসন্ধানে জানা যায়, মাদ্রাসা প্রশাসন ও শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে মোহাম্মদ ইজ্জত আলী ২০০১ সালে মাদ্রাসার তৎকালিন সম্পাদক ওবাইদুল হাকিমের যোগসাজসে জনবল কাঠামো '৯৫ এর প্রদর্শিত শিক্ষাগতা যোগ্যতা মোতাবেক দাখিল মুজাব্বিদ সনদ পত্রের অভাবে ৯৯ সনের আলিম মুজাব্বিদ মাহির পাশের জাল সনদ তৈরি পূর্বক এমপিও ভুক্তির জন্য ব্যানবেইস কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়ে সুকৌশলে এমপিওভুক্তি হয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বেতন উত্তোলন করেছে। নাইক্ষ্যংছড়ি মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ সৈয়দ হোসাইন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শিক্ষক ইজ্জত আলীর বিরুদ্ধে গত ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে একটি পত্র আমাদের নিকট পৌছেছে। তিনি আরো বলেন, তার বিরুদ্ধে জাল সনদ ব্যবহার করে সরকারি সাড়ে ৬ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে অভিযুক্ত শিক্ষকের সরকারি বেতন-ভাতা স্থগিত রয়েছে এবং এ বিষয়ে জোর তদন্ত চলছে বলেও তিনি স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অভিযুক্ত শিক্ষক ইজ্জত আলী দাবি করে বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো সত্য নয়। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটি আমার বেতন স্থগিত করেছে। এ বিষয়ে আমি শিক্ষা বোর্ডে পাল্টা অভিযোগ দিয়েছি।